

**Tal: *Borassus flabellifer* L.; Family- Arecaceae**

Tal is botanically known as *Borassus flabellifer* L. of the family Arecaceae or Palmae, thus also known in English as Palmyra palm or Tala palm. It holds some significant mythological and cultural importance, particularly in India and South-east Asia. It is revered as a 'celestial tree' or 'kalpa vriksha' symbolizing abundance and the provision of all needs. In Indian mythology the palmyra palm is often equated with the 'kalpa vriksha' as this plant can fulfill very wishes which reflects that the tree has numerous uses like food, shelter, fibre and the medicinal uses. The plant is called 'tala' in Sanskrit, believed to form one of the 12 forests Tala vana, surrounding Mathura aka Gopala-puri. In Myanmar, the tree is the symbol of Anyar (the dry zone of Myanmar) and is called pa-de- thar-pin' meaning thar-pin' that is the tree from which anything you wish can be taken. On the basis of this there are many poems and traditional sounds related to this plant. The palmyra tree is the official tree of Tamil Nadu. In Tamil culture, the palmyra palm is associated with the deity Panaiveriyamma, named after panai, the Tamil name for the palmyra palm, a tree goddess related to fertility, who is also known as Taalavaasini. In Tamil culture this plant is highly respected, it is also called as "Kalpa Veruksham" ("Celestial tree") because all its parts have a use. The Asian palmyra palm is a symbol of Cambodia where it is a very common palm, found all over the country. It also grows near the Angkor Wet Temple: As a cultural symbol of Cambodia and Indonesia it is also mentioned many times. In Indonesia, the Palmyra tree is the symbol of South Sulawesi province. It is mentioned as common forest tree components of India as mentioned by Kalidas. It is mentioned in the Hindu epic the 'Mahabharata' and the leaves are used in writing materials. In the Mahabharata this tree is the Chawol-banner of Bheeshma and Balarama. The palmyra palm also captured the imagination of Bengali poet, Rabindranath Tagore, who wrote a nursery rhyme about it as "Taal gach ek Paye daariye" (Literally tall tree standing on a single leg...) in Sahaj Path is a staple reading material in most schools in West Bengal and Bangladesh.

তাল উদ্ভিদবিজ্ঞানে এরিকাসি বা পামি পরিবারের বরাসাস ফ্লাবেলিফের নামে পরিচিত, এবং ইংরেজিতে পামিরা পাম বা তাল নামেও পরিচিত। এটির কিছু উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এটি একটি 'আকাশী গাছ' বা 'কল্প বৃক্ষ' হিসেবে সম্মানিত যা প্রাচুর্য এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের প্রতীক। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে তাল বৃক্ষকে প্রায়শই 'কল্প বৃক্ষ'-এটির সাথে তুলনা করা হয় কারণ এই উদ্ভিদটি অনেক ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যা প্রতিফলিত করে যে এই গাছের খাদ্য, আশ্রয়, আঁশ এবং ঔষধি

ব্যবহারের অসংখ্য উপকরণ রয়েছে। সংস্কৃতে এই উদ্ভিদটিকে 'তাল' বলা হয়, যা মথুরা ওরফে গোপাল-পুরীকে ঘিরে অবস্থিত ১২টি তাল বনের মধ্যে একটি বলে বিশ্বাস করা হয়। মায়ানমারে, গাছটি আনয়ার (মায়ানমারের শুষ্ক অঞ্চল) এটির প্রতীক এবং এটিকে পা-দে-থার-পিন' বলা হয় যার অর্থ 'থার-পিন' অর্থাৎ এমন গাছ যা থেকে আপনি যা চান তা নেওয়া যেতে পারে। এটির ভিত্তিতে এই উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত অনেক কবিতা এবং ঐতিহ্যবাহী শব্দ রয়েছে। তামিলনাড়ুর সরকারি গাছ হল এই তাল বৃক্ষ। তামিল সংস্কৃতিতে, তামিলনাড়ু পাম দেবতা পানাইভেরিয়াম্মনের সাথে সম্পর্কিত, যার নামকরণ করা হয়েছে পানাই। তামিল নাম পামিরা পামের, উর্বরতার সাথে সম্পর্কিত একটি বৃক্ষ দেবী, যিনি তালাভাসিনী নামেও পরিচিত। তামিল সংস্কৃতিতে এই গাছটি অত্যন্ত সম্মানিত, এটিকে "কল্ল ভেরুম্মম" ("আকাশী গাছ") নামেও ডাকা হয় কারণ এটির সমস্ত অংশেরই নিজস্ব ব্যবহার রয়েছে। এশীয় তামিলনাড়ু পাম কম্বোডিয়ার প্রতীক যেখানে এটি একটি খুব সাধারণ তাল গাছ, যা সারা দেশে পাওয়া যায়। এটি আংকর ভাট অন্দিরের কাছেও জন্মে: কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবেও এটি বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায়, পালমিরা গাছ দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশের প্রতীক। কালিদাসের কাব্যে ভারতের কাহিনীতে এটি একটি প্রধান বৃক্ষরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু মহাকাব্য 'মহাভারত'-এ এটির উল্লেখ আছে এবং এটির পাতা লেখার উপকরণে ব্যবহৃত হয়। মহাভারতে এই গাছটি ভীষ্ম এবং বলরামের চাওল-ব্যানার। তালগাছটি বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনাকে ধারণ করেছিল, যিনি সহজ পথে "তাল গাছ এক পায়ে দাড়িয়ে" (আক্ষরিক অর্থে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা গাছ...) নামে একটি নার্সারি ছড়া লিখেছিলেন, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি প্রধান পাঠের উপাদান।